

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৮৫

১/ বিবিধ

আরবী

إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره، مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناضرة
ضعيف

أخرجه الترمذي (3 / 334 - تحفة) والحاكم (2 / 509 - 510) وأحمد (2 / 13 و64) وأبو يعلى (3 / 1371 و4 / 1376) وأبو عبد الله القطان في " حديثه عن الحسن بن عرفة " (ق 144 / 1 - 2) وابن الأعرابي في " الرؤية " (1 / 254) وأبو بكر بن سلمان الفقيه في " الفوائد المنتقاة " (2 / 16 و1 / 18) والخطيب في " الموضح " (2 / 9) من طرق عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال الحاكم: " حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير، وإن لم يخرجاه، فلم ينقم عليه

غير التشيع ". وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: بل هو واهي الحديث ". وقال الترمذي: " ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفا، ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله، ولم يرفعه قلت: هو عند أحمد من طريق ابن أبجر عن ثوير به مرفوعا. وثوير ضعيف كما في " التقريب "، فلا يصح الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا. وقد أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا، والبيهقي - يعني في " البعث " - مرفوعا وزاد في لفظ له كما في " الترغيب " (4 / 249): " وإن أفضلهم

منزلة لمن ينظر إلى الله عز وجل في وجهه في كل يوم مرتين

বাংলা

১৯৮৫। সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের মধ্যে হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগিচাগুলো, তার স্ত্রীদের, তার নেয়ামাতরাজী, তার খাদেম ও তার খাটগুলোর দিকে দেখতে থাকবে এক হাজার বছর পথের দূরত্ব পর্যন্ত। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি যে তার (আল্লাহর) চেহারার দিকে সকাল ও সন্ধ্যা দৃষ্টি দিতে থাকবে। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ "কতক মুখ সেদিন উজ্জ্বল হবে।"

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩৩৪), হাকিম (২/৫০৯-৫০১), আহমাদ (২/১৩, ৬৪), আবু ইয়াল্লা (৩/১৩৭১, ৪/১৩৭৬), আবু আব্দুল্লাহ কাত্তান "হাদীসুহু আনিল হাসান ইবনু আরাফাহ" গ্রন্থে (কাফ ১৪৪/১-২), ইবনুল আ'রাবী "আররুয়াহ" গ্রন্থে (২৫৪/১), আবু বাকর ইবনু সালমান ফকীহ "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (২/১৬, ১/১৮) ও খাতীব "আলমুওয়াযযিহ" গ্রন্থে (২/৯) বিভিন্ন সূত্রে সুওয়াইর ইবনু আবু ফাখেতাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ...।

হাকিম বলেনঃ বিদ'আতীদের প্রতিবাদে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস। আর সুওয়াইর হতে বুখারী ও মুসলিম যদিও বর্ণনা করেননি, তবুও শী'য়া হওয়া ছাড়া তার কোন সমালোচনা করা হয়নি। হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ বরং তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তিরমিযী বলেনঃ আব্দুল মালেক ইবনু আবজার হাদীসটিকে সুওয়াইর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ওবাইদুল্লাহ আশজাজি হাদীসটিকে সুফইয়ান হতে, তিনি সুওয়াইর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফু' বানাননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি ইমাম আহমাদের নিকট ইবনু আবজার সূত্রে সুওয়াইর হতে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর সুওয়াইর দুর্বল যেমনটি "আততাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি মারফু এবং মওকুফ কোনভাবেই সহীহ নয়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া মওকুফ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর বাইহাকী "আলবাস" গ্রন্থে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষায় কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন যেমনটি "আততাকরীব" গ্রন্থে (৪/২৪৯) এসেছেঃ "তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর চেহারার দিকে প্রতিদিন দু'বার দৃষ্টি দিবে"।

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72868>

হাদিসবিডিৰ প্ৰজেক্টে অনুদান দিন